কবর

বিজন দেব

কাঁটাতারের খোঁচা খেয়ে তবু মরিয়া নানুমিঞা। মাথা গলানোর ফাঁক নেই এতটুকুও। তারপরও জবরদস্তি এদিক-ওদিক করে বিফলচেষ্টা।

একাশি বছরের অশক্ত ও রুগ্ন শরিরটা বেশিক্ষন দুপুরের তেজিরোদে দাঁড়াতে পারে না। ধিরে ধিরে পীচরাস্তার ডানদিকে একটা মাকাগাছের নীচে এসে বসে। পীঠের গামছা দিয়ে চোখমুখ মুছতে মুছতে নানুমিঞা অস্পষ্ট দেখে দুজন বিএসএফ রাস্তা থেকে নেমে তারদিকেই আসছে।

"ক্যায়া চাচা ? আজ কি আনছো চাচীকে লিয়ে ?"

ডানহাতের ক্যারিবেগটা একটু তুলে ধরে নানুমিঞা। চার-পাঁচটা হলুদ পেয়ারা।

" চলে যাও চাচা। নেহী হোগা আজ।"

নানুমিঞার দৃষ্টি স্থির থাকে। আরও কিছুক্ষন তাকিয়ে দেখে দুজনকে।

একটা গাড়ির শব্দে উঠে দাঁড়ায় বিএসএফ।

পেয়ারার ব্যাগটা মাটিতে রাখে নানুমিঞা। কাটাতারের ওপারটা খুব ঝাপসা লাগে। টকলাগাছের জঙ্গলে ভরে গেছে আশপাশ।

একটা পেয়ারা হাতে নেয় সে। ঠাসা ও নরম। হলুদ রঙের নীচে টকটকে লাল মাংস। মরজিনা বেগম নাম দিয়েছিল লালপরী।

বড় যত্নে গাছটাকে বাঁচিয়ে বড় করেছিল মরজিনা বেগম।

নানুমিঞা চোখ-মুখ মুছে। ঝাপসা লাগে দুপুরের টকটকে পীচরাস্তা।

দুপুরের এই সময়টাকে বড় ভালবাসে নানুমিয়া। নিরব হয়ে থাকে রাস্তা, পাশের বিএসএফ চৌকি আর দূরের মাঠে আফসানাদের স্কুল।

আশেপাশের গাছগুলিও ঝিম ধরে বসে থাকে। শুধু চার-পাঁচটা বেমতি পাখি এগাছ-ওগাছ উড়ে ডাকা ডাকি করে।

আজ প্রায় দেড়বছর ধরে প্রতিদিন এভাবেই চলছে।

রোয়া লাগান চলছে। আবদুল আর মজির এখন জমিতে।

ভোরের আজানের আগেই সবার নাস্তা শেষ। এই বয়সে আর রোজা রাখার সাহস পায়না নানুমিঞা। এখন ছেলের বৌ'রা নিষেধ করে।

চারবছর আগেই মরজিনা বেগমের চাপাচাপিতে রোজা রাখা বন্ধ করে দেয়। অশক্ত শরিরে রোগের হামলায় তখন কাহিল অবস্থা।

খোলা জমির বুক চিরে স্কুলের ঘন্টা শুনা যায়। নানুমিঞা জানে এ হল আফসানা, রাবেয়া, খালেকের খাবারের ঘন্টা। অস্পষ্ট ভেসে আসে আওয়াজ।

কাঁচের চুড়ি বড় প্রিয় ছিল মরজিনা বেগমের। আর ছিল নিজের হাতে লাগানো উঠানের পূর্বদিকের লালপরী পেয়ারার গাছ।

মাসে দুইমাসে একবার শহরে গেলে আর সব ভূললেও কাঁচের চুড়ির কথা ভূলে না নানু মিঞা।

গতবছর এই গাছতলাতে বসেই দেখা যেত উঁচু ঢিপিটা। এবছর জঙ্গলে ঢেকে আছে আশপাশ।

প্রায় দুইমাস হল ভেতরে ঢুকতে পারেনি নানুমিঞা। আগের সবাই বদলী। নতুন সাহেব এসেছেন। বড় কড়াকড়ি। তাকে চেনে না অনেকেই।

তারপরেও আসা বন্ধ করেনা নানু মিয়াঁ। কে জানে কবে সুযোগ আসে !

এক ঘন্টা সময় পেলেও ঢিপিটার আশেপাশে জঙ্গলটা পরিস্কার করা যেত।

সাপ বড় ভয় পেত মরজিনা বেগম। রাত্রে বাইরে গেলে তাকে ভয়ে ভয়ে ডেকে তুলত। যদি কাঁচা ঘুম ভাঙানোর জন্য ধমক খেতে হয় !

কষ্ট করে উঠলো নানু মিয়াঁ। ধিরে ধিরে আবার পীচ রাস্তাপার করে কাঁটাতারের গা ঘেষে দাঁড়াল। এখান থেকে ভেতরে দেখা যায় পরিস্কার। দুই দিকে কাঁটাতারের মধ্যে মরজিনা বেগমের বুকের উপর একটা জংলী ঝোপ ক্রমশ ঘন হয়ে বেড়ে উঠছে দ্রুত।